কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে

সঠিক আক্বীদা

العقيدة الصحيحة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

على ضوء الكتاب والسنة

হাফেয আব্দুল মতীন

লিসান্স, এম.এ শেষ বর্ষ
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সঊদী আরব

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে
আল্লাহ্ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

হাফেয আব্দুল মতীন

المؤلف والناشر: عبد المتين أبو القاسم

১ম প্রকাশ
আগস্ট ২০১২ খৃষ্টাব্দ
আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
রামাযান ১৪৩৩ হিজরী

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
উদয়ন অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

QURAN O SUNNAHOR ALOKE ALLAH O RASOOL (SM) SHOMPORKE SHOTHIK AQEEDAH by **Abdul Mateen Abul Qasem**, Pablished by Author. 1st Edition August 2012. Price : $2 (five) only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ دَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى

আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫৬)*। আর ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম দু'টি শর্ত হল- (১) যাবতীয় ইবাদত শুধুমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত হতে হবে। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, নযর-নিয়ায, যবেহ, কুরবানী, ভয়-ভীতি, সাহায্য, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুকরণ, অনুসরণ করতে হবে এবং তিনি যেভাবে ইবাদত করতে বলেছেন সেভাবেই তা সম্পাদন করতে হবে। উপরোক্ত শর্ত দু'টির সাথে আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হওয়া অতীব যরূরী। কেননা সমস্ত নবী-রাসূল মানব জাতির আক্বীদা সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব, ইসলামের মৌলিক বিষয় হল আক্বীদা যা মানুষকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করায়। আমরা অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করলেও আমাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন সব ভ্রান্ত আক্বীদা বিস্তার লাভ করেছে যা একজন মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অত্র বইয়ে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি আক্বীদা আলোচনা করা হয়েছে-

এ বইটি পাঠকদের সামান্যতম উপকারে আসলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। বইটি প্রণয়নে যারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ ক্ষুদ্রকর্মের বিনিময়ে মানুষের আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সকল কুসংস্কার দূর করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জান্নাত কামনা করছি। তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, **আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান**। অথচ মহান আল্লাহ বলছেন, তিনি আরশের উপর সমাসীন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ৭টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বলেছেন যে, আল্লাহ আসমানে আছেন। ছাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈগণ সকলেই বলেছেন আল্লাহ আসমানে আছেন। তাছাড়া সকল ইমামই বলেছেন, আল্লাহ আসমানে আছেন। এরপরেও যদি বলা হয়, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহ'লে কি ঈমান থাকবে এবং আমল কবুল হবে?

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান- একথা ঠিক নয়, বরং পবিত্র কুরআন বলছে, আল্লাহ আরশে সমাসীন। এ মর্মে বর্ণিত দলীলগুলো নিম্নরূপ-

(১) আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*।

(২) তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন' *(ইউনুস ১০/৩)*।

(৩) তিনি অন্যত্র বলেন,

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

১. *ইমাম ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৩৫।*

‘আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হ’লেন’ *(রা‘দ ১৩/২)*।

(৪) তিনি অন্যত্র বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

‘দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন’ *(ত্ব-হা ২০/৫)*।

(৫) তিনি অন্যত্র বলেন,

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا–

‘তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৯)*।

(৬) তিনি অন্যত্র বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ–

‘আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন’ *(সাজদাহ ৩২/৪)*।

(৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

‘তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন’ *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা আরশে সমাসীন আছেন। কিভাবে সমাসীন আছেন, একথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

‘ইসতেওয়া বা সমাসীন হওয়া বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ‘আত’।[২]

আল্লাহ তা‘আলা আসমানের উপর আছেন। এ মর্মে মহান আলাহ বলেন,

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ–

‘তোমরা কি (এ বিষয়ে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশের উপর রয়েছেন তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? আর তখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী’? *(মুলক ৬৭/ ১৬-১৭)*।

২. আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিছু সৃষ্টিকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْـــهِ ‘বরং আল্লাহ তাকে (ঈসাকে) নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন’ *(নিসা ৪/১৫৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ.

‘স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি’ *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

৩. আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরে আছেন, এর প্রমাণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ–

২. *শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, আর-রিসালা আত-তাদাম্মুরিয়্যাহ, পৃঃ ২০।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন- অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[৩]

৪. আমরা দো'আ করার সময় দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহ্র নিকট চাই। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ-

সালমান ফারেসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল ও মহানুভব। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করে, তখন তাকে শূন্য হাতে ব্যর্থ মনোরথ করে ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন'।[৪]

৫. প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আরশের উপর সমাসীন। এর প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[৫]

---

৩. বুখারী হা/৩১৯৪ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪ 'দো'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।

৪. তিরমিযী হা/৩৫৫৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৫, হাদীছ ছহীহ।

৫. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; আবুদাঊদ হা/১৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৬; মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহিতকরণ' অনুচ্ছেদ।

৬. মু‘আবিয়া বিন আল-হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِىْ قِبَلَ أُحُد وَالْجَوَّانِيَّة فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاة مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلكَ عَلَيَّ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ. قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ-

‘আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ (ওহুদের নিকটবর্তী একটি স্থান) নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে আমাদের একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান (সাধারণ মানুষ)। তারা যেভাবে ক্রুদ্ধ হয় আমিও সেভাবে ক্রুদ্ধ হই। কিন্তু আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে একে আমি সাংঘাতিক (অন্যায়) কাজ বলে গণ্য করি। তাই আমি বলি যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্তি দিয়ে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার নারী’।[৬]

৭. বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? ঐ সময় উপস্থিত ছাহাবীগণ বলেছিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। একথা শুনার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাতের আঙ্গুল আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাদের কথার উপর সাক্ষি থাক’।[৭]

---

৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭ ‘মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ’ অনুচ্ছেদ।
৭. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯।

৮. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

'যয়নব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন যে, তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপর থেকে সম্পাদন করেছেন'।[৮]

৯. ইসরা ও মি'রাজ-এর ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করি যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে যখন একের পর এক সপ্ত আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল নবী-রাসূলগণের এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যের জন্য সপ্ত আসমানের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন মূসা (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, তোমার উম্মত ৫০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। যাও আল্লাহ্র নিকট ছালাত কমিয়ে নাও। এরপর কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত হয়। এরপর মূসা (আঃ) আরও কমাতে বলেছিলেন, কিন্তু রাসূল (ছাঃ) লজ্জাবোধ করেছিলেন।[৯] এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত কমানোর জন্য সপ্ত আকাশের উপর উঠতেন। আবার ফিরে আসতেন মূসা (আঃ)-এর নিকট ষষ্ঠ আসমানে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন।

১০. ফেরাঊন নিজেকে আল্লাহ দাবী করেছিল। সে কাফের হওয়া সত্ত্বেও তার বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

'ফেরাঊন বলল, 'হে হামান! তুমি আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর, যাতে আমি অবলম্বন পাই আসমানে আরোহণের, যেন আমি দেখতে পাই মূসা (আঃ)-এর মা'বূদকে' *(মুমিন ৪০/৩৬-৩৭)*।

---

৮. বুখারী হা/৭৪২০ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৮৬২।

ইমামগণের অভিমত

সালাফে ছালেহীন থেকে আমরা যা পাই তা হচ্ছে, আল্লাহ আসমানের উপর আরশে অবস্থান করছেন। আবুবকর (রাঃ) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত হয়, আবু বকর (রাঃ) এসে তাঁর (ছাঃ) কপালে চুমু খেয়ে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি জীবনে ও মরণে উত্তম ছিলেন। এরপর আবু বকর (রাঃ) বলেন, হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখ যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আলাহ্র ইবাদত কর তারা জেনে রাখ যে, আলাহ্ আকাশের উপর (আরশে)। তিনি চিরঞ্জীব।[১০]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات.

'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে তা আমি জানি না, সে কুফরী করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, রহমান আরশে সমাসীন। আর তার আরশ সপ্ত আকাশের উপর।[১১]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان–

' আল্লাহ আকাশের উপর এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপী বিস্তৃত। কোন স্থানই তাঁর জ্ঞানের আওতার বহির্ভূত নয়'।[১২]

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন,

القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الاقرار بشهادة أن لا إله إلا

---

১০. বুখারী, আত-তারীখ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২; ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৮৩-৮৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭০।

১১. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৯৯।

১২. তদেব, পৃঃ ১০১।

الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء-

‘সুন্নাহ সম্পর্কে আমার ও আমি যেসকল আহলেহাদীছ বিদ্বানকে দেখেছি এবং তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি যেমন সুফিয়ান, মালেক ও অন্যান্যরা, তাদের মত হল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর আল্লাহ আকাশের উপর তাঁর আরশে সমাসীন। তিনি যেমন ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেমন ইচ্ছা তেমন নীচের আকাশে অবতরণ করেন’।[১৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুলাহ বলেন,

قيل لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم لا يخلو شيء من علمه.

‘আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে দূরে সপ্তম আকাশের উপরে তাঁর আরশে সমাসীন। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত। এর উত্তরে তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন, হ্যাঁ! তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নেই।[১৪]

আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান নন : যুক্তির নিরিখে

ইতিপূর্বে পেশকৃত দলীলভিত্তিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন। এ বিষয়ে নিম্নে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হল-

(১) মানুষ যখন ছালাতের মধ্যে সিজদাবনত থাকে তখন তার মন-প্রাণ কোথায় যায়? অবশ্যই উপরের দিকে; নীচের দিকে নয়।

(২) মানুষ যখন দু’হাত উত্তোলন করে দো‘আ করে, তখন কেন উপরের দিকে হাত উত্তোলন করে? এক্ষেত্রে মানুষের বিবেক বলবে, আল্লাহ উপরেই আছেন; সর্বত্র নন।

---

১৩. তদেব, পৃঃ ১২২।
১৪. তদেব, পৃঃ ১৫২-১৫৩।

(৩) মানুষ যখন টয়লেটে যায়, তখন কি সাথে মহান আল্লাহ থাকেন? আল্লাহ্র শানে এমন কথা বলা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

(৪) মানুষ যেমন তার নির্মিত বাড়ী সম্পর্কে সবই বলতে পারে যে, বাড়ীতে কয়টা ঘর আছে, কয়টা স্তম্ভ আছে। এক কথায় সবই তার জানা। তেমনি বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আরশের উপর সমাসীন থেকে বিশ্ব জাহানের সব খবর রাখেন। আল্লাহ আরশের উপরে থাকলেও তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বব্যাপী।

(৫) মানুষ যেখানেই যায় সেখানেই চন্দ্র-সূর্য দেখতে পায়। মনে হয় সেগুলো তার সাথেই আছে। চন্দ্রটা বাংলাদেশ, ভারত, সঊদী সব জায়গা থেকে মানুষ দেখতে পায়। চন্দ্র আল্লাহ্রই সৃষ্টি, তাকে সব জায়গা থেকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। অথচ সেটা আসমানেই আছে। অনুরূপ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আরশের উপর থেকে সকল সৃষ্টির সব কাজ দেখাশুনা করেন- এটাই বিশ্বাস করতে হবে।

(৬) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء.

'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে আছেন আমি তা জানি না, সে কুফরী করবে। অনুরূপভাবে যে বলবে যে, তিনি আরশে আছেন। কিন্তু আরশ আকাশে, না যমীনে অবস্থিত আমি তা জানি না। সেও কুফরী করবে। কেননা উপরে থাকার জন্যই আল্লাহকে ডাকা হয়; নীচে থাকার জন্য নয়। আর নীচে থাকাটা আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত এবং উলূহিয়্যাতের গুণের কিছুই নয়'।[১৫] তাই আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর থাকাটাই শোভা পায়, নীচে নয়। কেননা আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যু সব কিছুরই মালিক ও হক উপাস্য। তাঁর জন্য সৃষ্টির গুণের কোন কিছুই শোভা পায় না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন; সর্বত্র বিরাজমান নন।

---

১৫. ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিক্বহুল আবসাত, পৃঃ ৫১।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান মর্মে বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন

(১) মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهـرَكُمْ وَيَعْلَـمُ مَـا تَكْسِبُوْنَ.

‘আকাশ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর সেটাও তিনি অবগত আছেন’ *(আন‘আম ৬/৩)*।

(২) আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ.

‘তিনিই ইলাহ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ’ *(যুখরুফ ৪৩/৮৪)*।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে যারা আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবী করেন, তাদের কথা বাতিল। কেননা আকাশে যত সৃষ্টি আছে তাদের সবার প্রভু, মা‘বূদ আল্লাহই। তারা সবাই আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তেমনি যারা যমীনে আছে তাদের প্রভু ও মা‘বূদও একমাত্র আল্লাহ। তারাও সবাই ভয়-ভীতি সহকারে আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে।[১৬]

(৩) মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

‘তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও এমন কোন

১৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪।*

গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ (জ্ঞানের দিক দিয়ে) তাদের সাথে আছেন। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত' *(মুজাদালাহ ৫৮/৭)*।

এ আয়াত দ্বারা অনেকে যুক্তি পেশ করে বলেন যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন। কারণ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, افتتح الآية بالعلم، واختتمها بالعلم. 'মহান আল্লাহ আয়াতটি ইলম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইলম দ্বারাই শেষ করেছেন'।[১৭] এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে আছেন।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্র জ্ঞান তাদের সঙ্গে'। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর এবং তাঁর জ্ঞান তাদের সব কিছু অবহিত'।[১৮]

(৪) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলে অনেকে নিম্নের আয়াত পেশ করে যুক্তি দেয়- وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি (জানার দিক দিয়ে) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

ইয়াহ্ইয়া বিন ওছমান বলেন, 'আমরা একথা বলব না, যেভাবে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সবকিছুর সাথে মিশে আছেন এবং আমরা জানি না যে তিনি কোথায়; বরং বলব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আরশের উপর সমাসীন, আর তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, দেখা-শুনা সবার সাথে। এটাই উক্ত আয়াতের অর্থ। ইবনু তায়মিয়া বলেন, যারা ধারণা করে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের কথা বাতিল। বরং আল্লাহ স্বয়ং আরশের উপরে সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্র রয়েছে।[১৯]

উক্ত আয়াতের *(হাদীদ ৪)* ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন,

---

১৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১২-১৩; ইমাম আহমাদ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃঃ ৪৯-৫১।
১৮. মাজমূঊ ফাতাওয়া ৫/১৮৮-৮৯।
১৯. মাজমূঊ ফাতাওয়া ৫/১৯১-৯৩।

أي: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم.

‘অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের কার্যসমূহের সাক্ষী। তোমরা ভূভাগে বা সমুদ্রে, রাতে বা দিনে, বাড়িতে বা বিজন মরুভূমিতে যেখানেই অবস্থান কর না কেন সবকিছুই সমানভাবে তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টির মধ্যে আছে। তিনি তোমাদের কথা শোনেন, তোমার অবস্থান দেখেন এবং তোমাদের গোপন কথা ও পরামর্শ জানেন’।[২০]

উছমান বিন সাঈদ আর-দারেমী বলেন,

أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم السر وأخفى *(طه : ٧)* أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معهم بنفسه في الأرض.

‘তিনি আরশের উপরে থেকেই প্রত্যেক গোপন পরামর্শ ও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন। কেননা তাঁর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং তাঁর দৃষ্টি তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই আড়াল করতে পারে না এবং তারা তাঁর নিকট থেকে কোন কিছুই গোপন করতে পারে না। তিনি তাঁর পূর্ণ সত্তাসহ তাঁর সৃষ্টি থেকে দূরে আরশের উপরে সমাসীন আছেন। তিনি গোপন ও সুপ্ত বিষয় জানেন *(ত্ব-হা ৭)*। তিনি আরশের উপরে থেকেই তাদের কারো নিকট

---

২০. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০।

ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষা নিকটে অবস্থান করেন। তাঁর জন্য এমনটি হওয়ার বিষয়ে তিনি সক্ষম। কারণ কোন কিছুই তাঁর থেকে দূরে নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। তিনি গোপন পরামর্শের সময় চতুর্থ জন, পঞ্চম জন ও ষষ্ঠজন হিসাবে আবির্ভূত হন। তবে তিনি স্বয়ং তাঁর সত্তাসহ তাদের সাথে পৃথিবীতে বিরাজমান নন'।[২১]

(৫) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ 'আমি তার ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষাও নিকটতর' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ. 'আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৫)*।

যারা এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের ধারণা ঠিক নয়।

এখানে উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা মানুষের নিকটবর্তী। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ৯)*।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পবিত্র কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ও তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানুষের ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষা নিকটতর। আর মানুষের উপর ফেরেশতার যেমন প্রভাব থাকে, তেমনি শয়তানেরও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. قَالُوْا وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

---

২১. *উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, তাহকীক : বদর বিন আব্দুল্লাহ বদর (কুয়েত : দারু ইবনিল আছীর, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃঃ ৪৩-৪৪।*

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার জিন সহচর অথবা ফেরেশতা সহচর নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথেও কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে কেবল ভাল কাজেরই পরামর্শ দেয়'।[২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الـــدَّمِ. 'শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে'।[২৩]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ.

'স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে' *(ক্বাফ ৫০/১৭)*।

আল্লাহ আরো বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ. 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ১৮)*।

আমরা যা কিছু বলি সবই ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করেন। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লেখকবর্গ, তারা জানে তোমরা যা কর'।[২৪]

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন বলেন, উভয় আয়াতে নিকটবর্তী বুঝাতে ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হওয়া বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরেশতাগণ।

(১) প্রথম আয়াতে *(ক্বাফ ১৬)* নিকটবর্তিতাকে শর্তযুক্ত (مقيد) করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

---

২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭ 'ঈমান'* অধ্যায়।
২৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান'* অধ্যায়, *'কুমন্ত্রণা'* অনুচ্ছেদ।
২৪. *ইনফিতার ৮২/১০-১২; তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৪।*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

‘আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৬-১৮)*।

উল্লিখিত আয়াতে إِذْ يَتَلَقَّـــي শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, দু’জন ফেরেশতার নিকটবর্তিতাই এখানে উদ্দেশ্য।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে *(ওয়াকি‘আহ ৮৫)* নিকটবর্তিতাকে মৃত্যুকালীন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত (مقيــــد) করা হয়েছে। আর মানুষের মৃত্যুর সময় যারা তার নিকট উপস্থিত থাকেন তারা হলেন ফেরেশতা।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُوْنَ.

‘অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না’ *(আন‘আম ৬/৬১)*।

উল্লিখিত আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা সেখানে একই স্থানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই না।[২৫]

এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি আয়াত দু’টিতে ফেরেশতাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহ’লে আল্লাহ নিকটবর্তিতাকে নিজের দিকে কেন সম্পর্কিত করলেন? এর জবাবে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের নিকটবর্তিতাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ তার নির্দেশেই তারা মানুষের নিকটবর্তী হয়েছে। আর তারা তার সৈন্য ও দূত।

২৫.শায়খ উছায়মীন, আল-কাওয়াইদুল মুছলা ফী ছিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা, পৃঃ ৭০-৭১।

যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৮)*।

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ)-এর কুরআন পাঠ উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহ পাঠকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ্র নির্দেশে যেহেতু জিবরীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন পাঠ করেন, সেহেতু আল্লাহ কুরআন পাঠকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[২৬]

আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে এবং আলেমদের থেকে যা পাচ্ছি তা হল আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন; সর্বত্র বিরাজমান নন। কারণ কুরআন-হাদীছের সঠিক অর্থ না জানার কারণেই আমরা ভুল করে থাকি। তাই কুরআন-হাদীছের দলীল পাওয়ার পরেও যদি না বুঝার ভান করি তাহ'লে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন না।

আল্লাহ কি নিরাকার?

আল্লাহ তা'আলার আকার আছে, তিনি নিরাকার নন। নিরাকার অর্থ যা দেখে না, শুনে না। কিন্তু আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন। তিনি এ বিশ্বজাহান ও সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পরিচালক। তিনি মানুষকে রিযিক দান করেন, রোগাক্রান্ত করেন ও আরোগ্য দান করেন। সুতরাং তাঁর আকার নেই, একথা স্বীকার করা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ শুনেন, দেখেন, উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ বিধান করেন। তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, সকল সমস্যার একমাত্র সমাধানদাতা। সুতরাং মহান আল্লাহ নিরাকার নন; বরং তাঁর আকার আছে।

(১) আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

(৩) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

---

২৬. *ঐ*।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

'ওটা এজন্য যে, আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা' *(হজ্জ ২২/৬১)*।

(৪) তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

'হে নবী! তুমি বল, তারা কত কাল ছিল, আল্লাহই তা ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা' *(কাহফ ১৮/২৬)*।

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'সমস্ত সৃষ্টজীবকে আল্লাহ তা'আলা দেখেন ও তাদের সকল কথা শুনেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না'।[২৭]

ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র থেকে কেউ বেশী দেখেন না ও শুনেন না'।[২৮] ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের সকল কাজকর্ম দেখেন এবং তাদের সকল কথা শুনেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'।[২৯]

বাগাবী (রহঃ) বলেন, 'সমস্ত সৃষ্টজীব যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেখেন এবং তাদের সর্বপ্রকার কথা শ্রবণ করেন। তাঁর দেখার ও শুনার বাইরে কোন কিছুই নেই'।[৩০]

(৫) আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি' *(ত্বা-হা ২০/৪৬)*।

এখানে আল্লাহ মূসা ও হারূণের সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে- তিনি আরশের উপর সমাসীন। আর মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর উভয়ের সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

---

২৭. *তাফসীরে ত্বাবারী, ১৫/২৩২ পৃঃ।*
২৮. *তদেব, ১৫/২৩২ পৃঃ।*
২৯. *তদেব, ১৫/২৩২।*
৩০. *মা'আলিমুত তানযীল, ৫/১৬৫।*

(৬) আল্লাহ আরো বলেন,

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

‘কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শন সহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শ্রবণকারী’ *(শু‘আরা ২৬/১৫)*। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই এখানে প্রযোজ্য।

(৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

‘তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা তো তাদের নিকট অবস্থান করে সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন’ *(যুখরুফ ৪৩/৮০)*।

(৮) তিনি অন্যত্র বলেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ‘হে নবী! তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন’ *(তওবা ৯/১০৫)*।

(৯) তিনি অন্যত্র বলেন, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ‘সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখেন’? *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*।

(১০) তিনি অন্যত্র বলেন,

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ - إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ছালাতের জন্য) দণ্ডায়মান হও এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠাবসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(শু‘আরা ২৬/২১৮-২২০)*।

(১১) তিনি অন্যত্র বলেন,

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

'অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন, যারা বলে যে, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী। তারা যা বলেছে তা এবং অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয় আমি লিপিবদ্ধ করব এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৮১)*।

(১২) তিনি অন্যত্র বলেন,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

'আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১)*।

(১৩) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাদেরকে বলেছিলেন, فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا. 'তোমরা বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না; বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও নিকটতমকে'।[৩১]

(১৪) আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

'একদিন বায়তুল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত হল দু'জন ছাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন ছাকাফী। তাদের পেটে চর্বি ছিল বেশি,

৩১. *বুখারী হা/৭৩৮৬ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।*

কিন্তু তাদের অন্তরে বুঝার ক্ষমতা ছিল কম। তাদের একজন বলল, আমরা যা বলছি আল্লাহ তা শুনেন- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? দ্বিতীয়জন বলল, আমরা জোরে বললে শুনেন, কিন্তু চুপি চুপি বললে শুনেন না। তৃতীয়জন বলল, যদি তিনি জোরে বললে শুনেন, তাহ'লে গোপনে বললেও শুনেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, 'তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না'।[৩২]

(১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(হজ্জ ২২/৭৫)*।

আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, 'এ আয়াতটিই হচ্ছে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বাতিল কথার প্রত্যুত্তর। কেননা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহ্র নাম ও গুণবাচক নাম কোনটাই সাব্যস্ত করে না। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা যে দেখেন-শুনেন এটাও সাব্যস্ত করে না এ ধারণায় যে, সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র সাদৃশ্য হবে। তাদের এ ধারণা বাতিল। এজন্য যে, তারা আল্লাহকে মূর্তির সাথে সাদৃশ্য করে দিল। কারণ মূর্তি শুনে না এবং দেখেও না।[৩৩]

মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ্র কর্ণ আছে কিন্তু শুনেন না, চক্ষু আছে কিন্তু দেখেন না। এভাবে তারা আল্লাহ্র সমস্ত গুণকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ছাড়া তারা শুধু নামগুলো সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মতবাদ জাহমিয়্যাদের মতবাদের ন্যায়। তাদের উভয় মতবাদই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কোন কিছুর সাথে তুলনা ব্যতিরেকে আল্লাহ্র ছিফাত সাব্যস্ত করে ঠিক সেভাবেই, যেভাবে কুরআন-হাদীছ সাব্যস্ত করে।

যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

---

৩২. *হা-মীম সাজদাহ ৪১/২২; বুখারী হা/৭৫২১ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪১।*

৩৩. *মা'আরিজুল কবূল, ১/৩০০-৩০৪।*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّـــهِ الْأَمْثَـــالَ ‘সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সাদৃশ্য স্থির করো না’ *(নাহল ১৬/৭৪)*।

আল্লাহ তা‘আলা যে শুনেন, দেখেন, এটা কোন সৃষ্টির শুনা, দেখার সাথে তুলনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেখা-শুনা তেমন, যেমন তাঁর জন্য শোভা পায়। এ দেখা-শুনা সৃষ্টির দেখা-শুনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়’।[৩৪]

আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টজীবের সাদৃশ্য করা হারাম। কারণ (১) আল্লাহ্‌র যাত-ছিফাত তথা আল্লাহ তা‘আলার সত্তা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টজীবের গুণ-বৈশিষ্ট্য এক নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা তার জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ তা‘আলা সর্বদা জীবিত আছেন ও থাকবেন। কিন্তু সৃষ্টিকুলকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাহলে কি করে আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টজীবের তুলনা করা যায়?

(২) সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করায় সৃষ্টিকর্তার মান-ইয্যত নষ্ট হয়। ত্রুটিযুক্ত সৃষ্টজীবের সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ মহান আল্লাহকে তুলনা করা হ’লে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ত্রুটিযুক্ত করা হয়।

(৩) স্রষ্টা ও সৃষ্টজীবের নাম-গুণ আছে। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এক নয়।

আল্লাহ তা‘আলার আকার আছে, তিনি নিরাকার নন। তিনি শুনেন, দেখেন এবং তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে।

আল্লাহ্‌র হাত

আল্লাহ্‌র আকার আছে, এর অন্যতম প্রমাণ হল তাঁর হাত আছে। এ সম্পর্কে নিম্নে দলীল পেশ করা হল-

(১) মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইহুদীদের একটি বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ

‘আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ; তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের এ উক্তির দরুণ তাদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহ্‌র) উভয় হাত প্রসারিত’ *(মায়েদাহ ৬৪)*।

---

৩৪. মা‘আরিজুল কবূল ১/৩০৪।

(২) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَــــيْءٍ قَــــدِيْرٌ– ‘বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’ *(মুলক ১)*।

(৩) তিনি আরো বলেন, بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– ‘আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান’ *(আলে ইমরান ২৬)*।

(৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَدُ اللهِ فَــــوْقَ أَيْــــدِيْهِمْ ‘আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর’ *(ফাতহ ১০)*।

(৫) তিনি আরো বলেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

‘তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে’ *(যুমার ৬৭)*।

এ আয়াতের তাফসীরে ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল,

يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ.

‘হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে) এটা লিখিত পাচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা সপ্ত আকাশ রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং যমীনগুলো রাখবেন এক

আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটি রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই সবকিছুর মালিক ও বাদশা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী আলেমের কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।[৩৫]

(৬) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُوْنُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ. 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর মুঠোতে ধারণ করবেন এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ'।[৩৬]

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

'আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে'।[৩৭]

(৮) শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীছে আছে, হাশরবাসী আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، 'হে আদম! আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন'।[৩৮]

---

৩৫. বুখারী হা/৪৮১১, 'তাফসীর' অধ্যায়।
৩৬. বুখারী হা/৭৪১২।
৩৭. মুসলিম হা/২৭৫৯; 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।
৩৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২।

(৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন, -يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?' *(ছোয়াদ ৭৫)*।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবাই ঐক্যমত যে, আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই প্রকৃত। এখানে সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে কুদরতী হাত, অনুগ্রহ, শক্তি এসব অর্থ গ্রহণ করা যাবে না কয়েকটি কারণে। যেমন-

(ক) প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত অর্থকে পরিবর্তন করে রূপকার্থ নেয়া বাতিল।

(খ) সূরা ছোয়াদের ৭৫নং আয়াতে হাতের সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্র দিকে দ্বিবচনের শব্দ দ্বারা (بصيغة التثنيـــة)। পক্ষান্তরে কুরআন এবং সুন্নাহ্র কোথাও নে'মত ও শক্তির সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে দ্বিবচন দ্বারা করা হয়নি। সুতরাং প্রকৃত হাতকে নে'মত ও কুদরতী অর্থে ব্যাখ্যা করা শুদ্ধ ও সঠিক নয়।

(১০) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَـــشَاءُ. 'নিশ্চয়ই সকল আদম সন্তানের অন্তর সমূহ একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমূহের দু'টি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি যেমন ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন'।[৩৯]

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ-

'যে তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তার দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব-

---

৩৯. মুসলিম হা/২৬৫৪ 'ভাগ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩।

শাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[৪০]

(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّـــارِ– 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! উত্তরে তিনি বলবেন, হাযির হে প্রতিপালক! আমি সৌভাগ্যবান এবং সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তিনি বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও'।[৪১]

আল্লাহ্র পা

আল্লাহ তা'আলার পা মোবারক সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ–

'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক তাতে পা রাখবেন। তাতে জাহান্নামের একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৪২]

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র পদনালীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَيَـــسْتَطِيْعُوْنَ– 'সেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে পারবে না' *(কলম ৪২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

---

৪০. বুখারী, হা/১৪১০ 'যাকাত' অধ্যায়।
৪১. বুখারী, হা/৩৩৪৮ 'তাফসীর' অধ্যায়।
৪২. বুখারী হা/৭৩৮৪ 'তাওহীদ' অধ্যায়।

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَّسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا–

'(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐসব লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৪৩]

আল্লাহ্‌র চেহারা

আল্লাহ্‌র চেহারা আছে, যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

১. আল্লাহ বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ– 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১১৫)*।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(আর-রহমান ২৬-২৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার মুখমণ্ডলের সাথে সৃষ্টির মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র চোখ

আল্লাহ তা'আলার আকারের অন্যতম দলীল হচ্ছে তাঁর চক্ষু আছে। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছ থেকে কতিপয় দলীল পেশ করা হল-

(১) তিনি বলেন, تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ 'যা আমার চোখের সামনে চালিত, এটা পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল' *(ক্বামার ১৪)*।

---

৪৩. বুখারী হা/৪৯১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়।

(২) তিনি আরো বলেন, وَلِتُصْنَعَ عَلَــى عَيْنِــيْ 'যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্ব-হা ৩৯)*।

(৩) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَــهُ عِنَبَــةٌ طَافِيَــةٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! নিশ্চয়ই দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটা যে একটি ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো'।[৪৪] সুতরাং কুরআন হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতই চোখ আছে। আর এটাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না।

আল্লাহ্র হাসি ও আনন্দ

আল্লাহ তা'আলার আনন্দ প্রকাশ ও হাসি সম্পর্কিত বর্ণনা হাদীছে এসেছে। আল্লাহ্র আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ–

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে রয়েছে, তার বাহনের উপরে তার খাদ্য-পানীয় রয়েছে, এসবসহ তার বাহনটি পালিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ল। এভাবে সময় কাটতে লাগল। এমন সময় সে তার পাশেই তাকে দণ্ডায়মান দেখে তার লাগাম ধরে ফেলল। অতঃপর অত্যধিক আনন্দে বলে ফেলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। সে আনন্দের আতিশয্যে ভুল করে ফেলে'।[৪৫]

৪৪. বুখারী, হা/৩৪৩৯ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।
৪৫. মুসলিম, হা/২৭৪৭ 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

আল্লাহ তা‘আলার হাসি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ-

‘আল্লাহ তা‘আলা দু’ব্যক্তির কর্ম দেখে হাসেন। এদের একজন অপর জনকে হত্যা করে। অবশেষে তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হয়। অতঃপর হত্যাকারী আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে। এরপর সে শাহাদতবরণ করে’।[৪৬]

মুমিনগণের আল্লাহ্‌কে দেখা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা হল- আল্লাহ্‌র আকার আছে এবং প্রত্যেক জান্নাতবাসী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে স্বীয় আকৃতিতে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، ‘সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ *(ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঐ দিন এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৪৭]

যেমন ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ‘শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা চাক্ষুসভাবে দেখতে পাবে’।[৪৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি আরো বললেন, যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়

৪৬. বুখারী, হা/২৮২৬ ‘জিহাদ ও সিয়ার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮।
৪৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৪শ’ খণ্ড, পৃঃ ২০০।
৪৮. বুখারী হা/৭৪৩৫ ‘তাওহীদ’ অধ্যায়।

কি? উত্তরে তাঁরা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।[৪৯]

ছহীহ মুসলিমে ছুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের জন্য আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দিই তা তোমরা চাও কি? তারা উত্তরে বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না'। এই দীদারে বারী তা'আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَـــادَةٌ، 'সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়েও বেশী' *(ইউনুস ২৬)*।[৫০]

যারা আল্লাহ্‌কে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের দলীল হল নিম্নোক্ত আয়াত,

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَنْ تَرَانِيْ،

'মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তিনি তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ১৪৩)*।

এখানে আল্লাহ لَـــنْ تَرَانِـــيْ দ্বারা না দেখার কথা বলেছেন। আর আরবী ব্যাকরণে لَـــنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এই আয়াতকে দলীল হিসাবে নিয়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে থাকে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলাদের জবাবে বলে থাকেন, এখানে আল্লাহ لَـــنْ

৪৯. বুখারী হা/৭৪৩৭ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।
৫০. মুসলিম হা/১৮১ 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮০।

تَرَانِىْ দ্বারা দুনিয়াতে না দেখার কথা বলেছেন, আখিরাতে নয়। কারণ কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ দুনিয়ার এই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার আকার সম্পর্কে ইমামগণের মতামত

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত-এর সাথে সৃষ্টজীবের ছিফাতকে যেন সাদৃশ্য করা না হয় এবং আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের মধ্যে দু'টি ছিফাত হচ্ছে- তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি। রাগ ও সন্তুষ্টি কেমন একথা যেন না বলা হয়। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথা। তাঁর রাগকে শাস্তি এবং সন্তুষ্টিকে যেন নেকী না বলা হয়। আমরা তাঁর ছিফাত সাব্যস্ত করব। যেমনভাবে তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি জীবিত, সবার উপর ক্ষমতাবান। তিনি শুনেন, দেখেন, সব বিষয় তাঁর জানা। আল্লাহ্র হাত তাদের সবার হাতের উপর। আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মত নয় এবং তাঁর মুখমণ্ডল সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়।[৫১]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেন,

وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف.

'তাঁর (আল্লাহ্র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমনভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে

---

৫১. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।

সেগুলোর সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা নে'মত। কেননা এতে আল্লাহ্র গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মত। বরং তাঁর হাত তাঁর গুণ কারো হাতের সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত। আর তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহ্র দু'টি ছিফাত বা গুণ।[৫২]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে রাত্রের তৃতীয় অংশে সপ্ত আকাশে নেমে আসেন, এ নেমে আসাটা কেমন, কিভাবে নামেন, এটা বলার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। কেমন করে নামেন এটা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।[৫৩]

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের সাথে মানুষের অর্থাৎ সৃষ্টির গুণের সাদৃশ্য হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা জানেন। কিন্তু সৃষ্টির জানা তাঁর মত নয়। তাঁর ক্ষমতা-শক্তি সৃষ্টির ক্ষমতার মত নয়। তাঁর দেখা-শুনা, কথা বলা, মানুষের বা সৃষ্টির দেখা-শুনা বা কথা বলার মত নয়।[৫৪]

সুতরাং কুরআন-হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্র গুণাবলী বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'তিনি আরশের উপর সমাসীন'। সেটাই আমাদেরকে বলতে হবে।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তা'আলাকে কি ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ! দেখা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَـــاظِرَةٌ 'কোন কোন মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২-২৩)*।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আকার আছেন। তিনি নিরাকার নন। কারণ যার আকার আছে তাকেই দর্শন সম্ভব। কিন্তু নিরাকারকে নয়।

---

৫২. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।
৫৩. আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ৪২; শারহুল ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৬০।
৫৪. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির তৈরী, না নূরের?

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে মাটি থেকে, জিন জাতিকে আগুন থেকে এবং ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ মাটির তৈরী একথা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও মানুষ ছিলেন এবং তিনিও মাটির তৈরী ছিলেন। এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে অনেকে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নূরের সৃষ্টি, অথচ কুরআন-সুন্নাহ বলছে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি। সাধারণভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা মাটির তৈরী সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাদের উভয়ের মিলনের ফলে তিনি জন্ম লাভ করেছেন। মাটির মানুষ থেকে মাটির মানুষই সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাটির মানুষ থেকে কি করে নূরের তৈরী মানুষের জন্ম হতে পারে?

রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততিও ছিল। তাঁরা সবাই মাটির মানুষ ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) খাবার খেতেন, সাধারণ মানুষের মতই জীবন-যাপন করতেন এবং তাঁর প্রয়োজন ছিল পেশাব-পায়খানার। অন্য সব মানুষের মত নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণও করেছেন। সুতরাং কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের সৃষ্টি বলতে পারে না। পূর্বযুগের কাফেররা নবী-রাসূলদেরকে মেনে নিতে চাইতো না; কারণ তাঁরা সবাই মাটির মানুষ ছিলেন। সকল নবী-রাসূলগণ যেমন মাটির মানুষ ছিলেন তেমনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও মাটির মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِــيْنٍ 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার মূল উপাদান হতে' *(মুমিনূন ১২)*।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, আদম (আঃ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন। তিনি মাটির তৈরী ছিলেন। তাঁর পরের যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই মাটির মানুষ ছিলেন। এ মর্মে কুরআন থেকে দলীল :

(১) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا

‘আর তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যারা কাফের ছিল, তারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না’ *(হূদ ২৭)*।

(২) আল্লাহ বলেন,

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـــمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا

‘তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার জন্য? তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ’ *(ইবরাহীম ১০)*।

(৩) আল্লাহ বলেন,

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

‘তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের মত মানুষ’ *(ইবরাহীম ১১)*।

(৪) আল্লাহ বলেন,

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَـــالُوْا أَبَعَـــثَ اللهُ بَـــشَراً رَّسُوْلاً

‘যখন তাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ, তখন লোকদেরকে এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত রাখে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ *(বানী ইসরাঈল ৯৪)*।

(৫) আল্লাহ বলেন,

وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

'যারা যালিম তারা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই' *(আম্বিয়া ৩)*।

(৬) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুমিনুন ২৪)*।

(৭) আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ-

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর সেও তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(মুমিনূন ৩৩-৩৪)*।

(৮) মূসা এবং হারূণ (আঃ) সম্পর্কে ফেরাঊন ও তার কওম বলল,

فَقَالُوْا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ-

'তারা বলল, আমরা কি এমন দু'ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব, যারা আমাদেরই মত এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে' *(মুমিনূন ৪৭)*।

(৯) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন' *(আলে ইমরান ৫৯)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন

রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন এ সম্পর্কে কুরআনের দলীল :

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُوْلاً-

'বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল' *(বানী ইসরাঈল ৯৩)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন। সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

(৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র (সত্য) মা'বূদ' *(হা-মীম সিজদা ৬)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নবী রাসূলগণ মাটির মানুষ ছিলেন। অনুরূপভাবে আমাদের নবীও মাটির মানুষ ছিলেন। মানুষের অভ্যাস ভুলে যাওয়া, অপারগ ও অসুস্থ হওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগা, বিবাহ করা, সন্তান-সন্ততি হওয়া ইত্যাদি। এ সকল গুণ নবী-রাসূল সবার মাঝেই ছিল। তাঁদের সবার পিতা-মাতা ছিল, তাঁদের সবার স্ত্রী-পরিবার ছিল। তাঁরা খেতেন, পান করতেন, রোগ ও বালা-মুছীবতে পতিত হতেন। তাঁরা অনেক

সময় ভুলেও যেতেন। এ সকল গুণ দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁরা সবাই মাটির সৃষ্টি মানুষ ছিলেন, নূরের তৈরী ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন, এ সম্পর্কে হাদীছের দলীল :

রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক সময় ভুল-ত্রুটি হ'ত। ছালাত আদায়ের সময় যখন তিনি ভুলে যেতেন, তখন বলতেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِىْ-

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৫৫]

সকল ফেরেশতা নূর থেকে সৃষ্টি এবং আদম সন্তান সবাই পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি। আর জিন জাতি আগুন থেকে সৃষ্টি।

যেমন হাদীছে এসেছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

خُلقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

'সকল ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত ছিফাত দ্বারা, যে ছিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে'। অর্থাৎ মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[৫৬]

এই হাদীছটি সমাজে বহুল প্রচলিত হাদীছকে বাতিল করে। তা হচ্ছে 'হে জাবের আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন'। অনুরূপ অন্য যে হাদীছগুলোতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী, সেগুলোও বাতিল। কারণ উপরোক্ত হাদীছটি প্রমাণ করে যে, সকল ফেরেশতা নূর থেকে সৃষ্ট; আদম সন্তান নয়।

---

৫৫. বুখারী, হা/৪০১; মুসলিম, হা/১২৭৪।
৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০১।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন, এ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত :

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, সমস্ত নবী এবং ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁরা সমস্ত মানুষের মতই সৃষ্ট মানব। সবার জন্ম হয়েছে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে। শুধুমাত্র আদম এবং ঈসা (আঃ) ব্যতীত। অবশ্য আদমকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, কোন নারী পুরুষের সংমিশ্রণ ছাড়া। আর ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মায়ের পেট থেকে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়া।[৫৭]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ নয় বা আদম সন্তান নয় অথবা বিশ্বাস করে যে, তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন, এটা কুফরী এবং একে বড় কুফরী গণ্য করা হবে অর্থাৎ ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফরী।[৫৮]

কুরআন বলছে, সকল নবী-রাসূল মাটির তৈরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও বলেছেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। বিদ্বানগণ বলছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ, সকল নবী-রাসূল এবং সকল সাধারণ মানুষের মত। এরপরেও যদি কেউ মিথ্যা বানোয়াট হাদীছ উল্লেখ করে বলে, তিনি নূরের তৈরী, তাহ'লে সে হবে আক্বীদাভ্রষ্ট।

রাসূল (ছাঃ) কি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন?

আল্লাহ ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নেই। তাই তো মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা এবং তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(সূরা নামল ৬৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

৫৭. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, ১/২৯।
৫৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩১৯।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ-

'আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন' *(সূরা হূদ : ১২৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ-

'গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। স্থল ও জলভাগের সব কিছুই তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতও ঝরেনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়েনা, এমনি ভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতীত হয়না। সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(সূরা আন'আম : ৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ) কে আদেশ করে বলেন,

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'হে নবী (ছাঃ) বলুন! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা' (সূরা আরাফ : ১৮৮)।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি যদি জানতাম কখন আমার মৃত্যু হবে তাহলে অনেক সৎ আমল করতাম । আরো বলা হয়েছে, আমি যদি

অদৃশ্যের তত্ত্ব ও খবর জানতাম, তাহলে আমাকে যত গুল প্রশ্ন করা হয় *(কিয়ামত সম্পর্কে)* তার সবই জবাব দিতাম।[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! তুমি (তাদেরকে) বল, আমি তোমাদের একথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোন জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু ওহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি' *(সূরা আন'আম : ৫০)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না, তবে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হতো তিনি তাই বলতেন।[৬০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

'আর আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র সকল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি (একথা বলছিনা যে) আমি অদৃশ্যের কথা জানি' *(সূরা হুদ ৩১)*।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, (নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিনয় নম্রতা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর নিকট আল্লাহর কোন ধন-ভাণ্ডার নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অনুগ্রহ করে যা দেন তা ব্যতীত। বরং আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের জ্ঞান কারো জানা নেই।[৬১]

---

৫৯. তাফসীরে কুরতুবী ৭/২৯৫, তাহক্বীক: আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী, দারুল কিতাব আল-আরাবী বৈরুত -১৪২৭ হিঃ।
৬০. তাফসীরে কুরতুবী ৬/৩৯৩।
৬১. ঐ, ৯/২৬।

উপরে বর্ণিত আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, তবে ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসূলদের যা জানানো হয় তা ব্যতীত।

মহান আল্লাহ বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

'তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। (আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদেরকে যা ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন) তিনি তার সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন' *(সূরা জ্বিন : ২৬-২৭)*।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, গায়েবের খবর কেউ জানে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। তবে তাঁর মনোনীত রাসূলদের জানানো হয় ওহীর মাধ্যমে। যাতে করে সেটা তাঁদের নুবয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। এছাড়া যে সমস্ত গণকরা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে তারা কুফরী করে।[৬২]

গায়েবের খবর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) জানতেন না, যেমন মদীনার মুনাফিক্বদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

'এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক্ব রয়েছে, তুমি তাদেরকে জান না, আমিই তাদেরকে জানি' *(সূরা তাওবাহ : ১০১)*।

মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুনাফিক্বরা একত্রে বসবাস করতেন। তার পরেও তাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন না, তাহলে কি করে তিনি গায়েবের খবর জানতেন, যা অদৃশ্যমান?

---

৬২. ঐ, ১৯/২৮।

রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না, এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

'বল, আমি তো রাসূলগণের মাঝে কোন নতুন নই এবং আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে; তা আমি জানি না, আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড় কিছুই নই' *(সূরা আহক্বাফ ৯)*।

মোদ্দাকথা এই যে, গায়েবের খবর দু'প্রকার ১. غيــب مطلـــق (গায়েবে মুতলাক্ব) : এ অদৃশ্য জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাছ; অন্যের জন্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

'বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেনা' *(সূরা নামল ৬৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত' *(সূরা লোক্বমান ৩৪)*।

(২) غيب نسبي (গায়েবে নিসবী) : যার জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে জানা যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

‘এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি এবং যখন তারা স্বীয় লেখনী সমূহ (কলম সমূহ) নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারিয়ামের অভিভাবক হবে, তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা, এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা’ *(সূরা আলে ইমরান ৪৪)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

‘এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে ওহী মারফত পৌঁছিয়ে দিয়েছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কওম’ *(সূরা হূদ ৪৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

‘এটা অদৃশ্য ঘটনাবলীর অন্যতম, তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্য পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের ওখানে উপস্থিত ছিলে না’ *(সূরা ইউসুফ ১০২)*।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর ভাইদের মাঝে যে ঘটনাটি ঘটেছিল (কুয়াতে ফেলা নিয়ে) সে বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মদ (ছাঃ) কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন।[৬৩]

রাসূল (ছাঃ) যে গায়েবের খবর জানতেন না তা হাদীছে জিব্রাইল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হাদীছে এসেছে,

فأخبرني عن الساعة ؟ قال : «ما المسؤول عنها بِأَعْلَمَ من السَّائِلِ».

---

৬৩. তাফসীরে কুরতুবী ৯/২৩১, ইবনু তাইয়মিয়াহ, মাজমু‘আ ফাতাওয়া ১৬/১১০।

জিব্রাইল (আঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না।[৬৪]

আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর প্রতি ইফক বা মিথ্যা দোষারোপের ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না। যদি গায়েবের খবর জানতেন তাহলে যখন আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তখনই তিনি বলে দিতেন এটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারেননি; বরং ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর মিথ্যা অপবাদের অবসান ঘটেছে।[৬৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বে হাওযে কাওছারের নিকটে উপস্থিত হব। যে ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হবে সে হাউযে কাউছারের পানি পান করবে। আর যে একবার হাউযে কাউছারের পানি পান করবে সে কখই পিপাসিত হবে না। আমি যখন আমার উম্মাতদেরকে হাউযে কাউছারের পানি পান করাতে থাকব, তখন একদল লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু আমার ও তাদের মাঝখানে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মাত। তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, তারা আপনার পরে কি

---

৬৪. ছহীহহুল বুখারী, হা/৫০, ফাতহুল বারী ২/১৫২, দারুস-সালাম, রিয়াদ প্রথম সংস্করণ ১৪২১ হিঃ, ইমাম নববী (রহঃ) শারহে ছহীহ মুসলিম, ১/১১৭, হা/৯৭, দারুল মা'রেফাহ বৈরুত, ৯ম প্রকাশনী ১৪২৩ হিঃ।

৬৫. ফাতহুল বারী ৮/৫৭৪ হা/৪৭৫০।

আমল করেছে। তখন যারা আমার পরে দ্বীনে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে আমি তাদের বলব, (হতভাগ্যরা) দূর হও, দূর হও।[৬৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ :« لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ». فَبَاتَ النَّاسُ يَدْكُرُونَ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ؟ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِى عَيْنَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَبَصَقَ فِى عَيْنِهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى لَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَىْءٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) খাইবার যুদ্ধের দিন বলেছেনঃ অবশ্যই আমি এমন এক লোকের হাতে পতাকা তুলে দিব যার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করবেন। সে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ও তাঁকে ভালবাসেন। লোকেরা রাতভর এ আলোচনাই করতে থাকল যে, কার হাতে এ পতাকা তুলে দেয়া হবে। প্রত্যুষে সবাই রাসূল (ছাঃ) এর নিকট আসল। প্রত্যেকের এটাই প্রত্যাশা যে, তাঁকেই হয়তো দেয়া হবে এ পতাকা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আলী ইবনু আবু ত্বালেব কোথায়? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চোখে অসুখ। তারপর তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাকে নিয়ে আসা হল। তিনি তাঁর চোখে থুথু লাগালেন এবং দো'আ করলেন। তিনি সম্পূর্ণই সুস্থ হয়ে গেলেন এমন ভাবে যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে পতাকা তুলে দিলেন।[৬৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৬৬. শারহে ছহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, ১৫/৫৬, হা/৫৯২৯।
৬৭. শারহে ছহীহ মুসলিম, ১৫/১৭৩ হা/৬১৭৩।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ... مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ.

‘আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,... যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানেন তাহলে সে মিথ্যা বলবে।[৬৮]

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না। কেননা যদি তিনি গায়েবের খবর জানতেন তাহলে তাঁর মৃত্যুর পরে উম্মাতে মুহাম্মাদীর দ্বারা দ্বীন ইসলামের পরিবর্তনের খবর পূর্বে থেকেই জানতে পারতেন এবং আলী (রাঃ)-এর চোখের আসুখের খবরও পূর্বে থেকেই জানতে পারতেন। যেহেতু তিনি এই খবরগুলো পূর্বে থেকে জানতে পারেননি সেহেতু তিনি অবশ্যই গায়েবের খবর জানতেন না।

ফকীহগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে, তবে তাদের বিবাহ মোটেই হবে না এবং ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে এই বিশ্বাস করেছে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন।[৬৯]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ নয় বা আদম সন্তান নয় অথবা বিশ্বাস করে যে, তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন, এটা কুফরী এবং একে বড় কুফরী গণ্য করা হবে অর্থাৎ ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী কুফরী।[৭০]

ওলামায়ে আহনাফ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গায়েব জান্তা বলে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি মুশরিক অথবা কাফির বলে গণ্য হবে।[৭১]

হানাফী ‘ফিক্বহে আকবরে’ পরিষ্কার বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহর নবী (ছাঃ) গায়েব জানতেন, সে ব্যক্তি কাফের।[৭২]

---

৬৮. ছহীহ আল-বুখারী, হা/৭৩৮০।

৬৯. শায়খ সুলতান মা‘সুমী হানাফী, হুকমুল্লাহিল ওয়াহেদ আছ-ছামাদ, পৃঃ ৯৬, শায়খ শামসুদ্দীন আফগানী, জুহুদূল ওলামা আল-হানাফিয়্যাহ ফি ইবত্বালে আক্বায়েদে আল কুবুরিয়্যাহ, দার ছময়ায়ী, ১ম সংস্করণ ১৪১৬ হিঃ, ২/৯২৮-৯২৯।

৭০. শায়খ বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৫/৩১৯।

৭১. শায়খ শামসুদ্দীন আফগানী, জুহুদূল ওলামা আল-হানাফীয়্যাহ ২/৯২৫।

পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং ওলামায়ে কেরামের বাণী থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, রাসূল (ছাঃ) অথবা পীর মাশায়েখ-ওলী-আওলিয়া-গণক-যাদুকর গায়েবের খবর জানেন, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সাবাইকে সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

রাসূল (ছাঃ) কি মানুষের মাঝে উপস্থিত হতে সক্ষম?

রাসূল (ছাঃ) জীবিত আছেন এবং সর্বত্র হাযির-নাযির হয়ে সবার কাজকর্ম লক্ষ করেন- এরূপ সমস্ত বিশ্বাসই বাতিল। কেননা বিশ্বের সকল জীবের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মরণশীল এবং তিনি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন। যার প্রমাণে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' *(সূরা যুমার ৩০)*।

অত্র আয়াতে নবী (ছাঃ) কে সম্বোধন করে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল (যার জীবন রয়েছে, সকলই মরণশীল)।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের পাঁচটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) পরকালের শাস্তির ভয় করতে বলা হয়েছে। (২) সৎ আমল করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (৩) মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। (৪) সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে যাতে কোন মতভেদ নেই এবং এটাকে অস্বীকার করা যাবেনা। যেমনভাবে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছিলেন না, তখন আবু বকর (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে তাঁর জবাব দেন[৭৩] এবং তিনি বলেছিলেন,

---

৭২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ৮ প্রকাশকঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী, পুঃ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

৭৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২২২।

أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ.

'হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখ যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তারা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা চীরঞ্জীব। তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

'এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরষ্কার প্রদান করবেন' *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

'আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে?' *(সূরা আম্বিয়া : ৩৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

'জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(সূরা আম্বিয়া : ৩৫)*।

উল্লেখিত দলীল সমূহ হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। আর মৃত

---

৭৪. বুখারী, হা/৩৩৯৪, বুখারী, আত-তারীখ ১/২০২।

ব্যক্তি কখনই কিছু শুনতে পাবে না এবং দুনিয়ার কোন মানুষের কোন প্রকারও উপকার কারতে পারে না। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে যে, রাসূল (ছাঃ) এর মৃত্যুর পরেও হাযির হন এ দুনিয়াই- তাদের এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন। এবং এরূপ আক্বীদাহ পোষণকারী ইহুদী এবং শী'আ-রাফেযীদের ন্যায়। কেননা ইহুদী এবং শী'আ-রাফেযীরা বিশ্বাস পোষণ করে যে, কিছু মৃত্যু ব্যক্তি ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় ফিরে আসবে।[৭৫] অথচ মৃত ব্যক্তি কখনই দুনিয়তে ফিরে আসতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি; না, এটা কখনই হবার নয়। এটা তার একটি উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(সূরা মুমিনুন : ৯৯-১০০)*।

বিশিষ্ট হানাফী বিদ্বান ইবনু নাজীম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করত বলবে যে, বুযুর্গ ব্যক্তিদের আত্মাসমূহ তাদের মৃত্যুর পরে হাযির হয় এবং গায়েব জানে, ঐ ব্যক্তি কাফের।[৭৬]

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'মীলাদ' সমর্থক লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমন ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং মীলাদের মাহফিলে হাযির হন এবং সেজন্যে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম করে) সালাম জানায় (যেমন, ইয়া নবী সালামু আলায়কা)। এটাই হল সবচাইতে চরম মূর্খতা ও ভিত্তিহীন কর্ম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে কবর থেকে বাইরে আসতে পারেন না। পারেন না কোন মানুষের সাথে মিলিত হতে কিংবা তাদের কোন মজলিসে যোগদান করতে। তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবরেই থাকবেন এবং তাঁর পবিত্র

৭৫.আব্দুল্লাহ আল জামিলী, বাযলুল মাজহুদ ফি ইছবাতে মুশাবিহাতের রাফেযাহ লিলইয়াহূদ, ১/২৮৩ ৪র্থ সংস্করণ ১৪২৩ হিঃ।

৭৬. আল-বাহরুর রায়েক, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ হিঃ, ১৩/৪৮৭।

রূহ তাঁর প্রতিপালকের নিকট মহা সম্মানিত ‘ইল্লীঈনে’ থাকবে। যেমন সূরায়ে মুমিনুনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُون - ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

‘অতঃপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে’ *(মুমিনুন : ১৫-১৬)*।[৭৭]

অতএব, দুনিয়ার সকল জীবই একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করবেই। কেউ চিরদিন বেঁচে থাকবে না। এমনকি নবী-রাসূলগণও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাননি। বরং সকলেই প্রকৃত মৃত্যুবরণ করেছেন। কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসবেন না এবং তাদের সবারই কবরের জীবন, ‘বারযাখী জীবন’। দুনিয়াবী জীবনের মত নয়।

রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে জাল বা বানাওয়াট হাদীছ সমূহ

(১) জাবের (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। আপনি বলুন, আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, হে জাবের! আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম তাঁর নূর দ্বারা তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সে নূরকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ দ্বারা কলম, এক ভাগ দ্বারা লাওহে মাহফূয ও একভাগ দ্বারা আরশে আযীম সৃষ্টি করেছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীন, ফেরেশতা, জিন প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৭৮] এই হাদীছটি বাতিল, কোন হাদীছ গ্রন্থে হাদীছটি পাওয়া যায় না।

(২) লাওহে মাহফূয সৃষ্টির পর তাতে আল্লাহ্র নামের পার্শ্বে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম অর্থাৎ কালেমায় তাইয়িবাহ লিখে রাখা হয়। ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, জান্নাতে আদম (আঃ) যখন আল্লাহ্র একটি আদেশ লংঘন করে পরে নিজ ভুল বুঝতে পারলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট এভাবে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাকে মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ

৭৭.শায়খ বিন বায, রিসালাহ ফী হুকমিল ইহতিফাল বিল মাওলিদিন নববী ১/৬৩।
৭৮. মৌলভী মুহাম্মদ যাকির হুসাইন, মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪১।

পাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কিভাবে, তাঁকে তো আমি এখন পর্যন্ত সৃষ্টি করিনি? তখন আদম (আঃ) বললেন, হে দয়াময় প্রভু! আমাকে সৃষ্টি করে যখন আপনি আমার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি চক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখলাম, আরশের গায়ে লেখা রয়েছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'। তখন আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই আপনি ঐ ব্যক্তির নাম আপনার নিজের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, যিনি আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি ঠিকই বলেছ। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এমনকি তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।[৭৯]

ইমাম ত্বহাবী বলেন, হাদীছটি আহলুল ইলমের নিকট নিতান্ত দুর্বল।[৮০] আবূদাঊদ, আবূ যুর'আ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম দারাকুত্বনী এবং ইবনে হাজার আসক্বালানী সবাই বলেন, হাদীছটি দুর্বল।[৮১] ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, হাদীছটি যে দুর্বল এ ব্যাপারে সবাই একমত। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি বানাওয়াট।[৮২] ইমাম আলূসী হানাফী বলেন, হাদীছটির কোন ভিত্তিই নেই।[৮৩]

(৩) হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম নবী (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, لو لاك ما خلقت الأفلاك 'যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে নিশ্চয়ই এ কুল-মাখলূক সৃষ্টি করতাম না'।[৮৪] হাদীছটি বানাওয়াট, বাতিল।

(৪) হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।[৮৫] ইবনু জাওযী বলেন, হাদীছটি যে বানাওয়াট এতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম দারাকুত্বনী বলেন, হাদীছটি দুর্বল। ফালাস বলেন, হাদীছটি বানাওয়াট।[৮৬]

---

৭৯. মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪১।
৮০. তাহযীবুত তাহযীব ২/৫০৮ পৃঃ।
৮১. ইমাম নাসাঈ, কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃঃ ১৫৮, হা/৩৭৭।
৮২. সিলসিলা যঈফা হা/২৫।
৮৩. গায়াতুল আমানী ১/৩৭৩।
৮৪. মুকামমাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪০।
৮৫. আবুল হাসান আল-কাত্তানী, তানযীহুশ শরী'আত আন আহাদীছিশ শী'আ, ১/৩২৫।
৮৬. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত, ২/১৯।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُـــوْرِىْ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।[৮৭] এটা হাদীছ নয়; বরং ছূফীদের বানাওয়াট কথা।

(৬) হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন, আরশ-কুরশী, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি কিছুই সৃষ্টি করা হ'ত না। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, এটি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়। এটি কোন বিদ্বান তাঁদের হাদীছ গ্রন্থে হাদীছে রাসূল বলে উল্লেখ করেননি এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত হয়নি। বরং এটি এমন একটি কথা, যার বক্তা জানা যায় না।[৮৮]

(৭) আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্র রূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

(৮) মি'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৯) রাসূলের জন্মের খবরে খুশি হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াবাকে মুক্তি দেয়ার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা তাঁর নামে সমাজে প্রচলিত আছে, যা ভিত্তিহীন।

(১০) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হতে বিবি মরিয়াম, বিবি আসিয়া ও মা হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(১১) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[৮৯] উপরের বিষয়গুলো সবই বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন।[৯০]

---

৮৭. মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৭৭।
৮৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৯৬।
৮৯. মৌলুদে দিল পছন্দ, মৌলুদে ছাদী, আল-ইনছাফ, মিলাদ মাহফিল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
৯০. বিস্তারিদ দ্রঃ মাওযু'আতে কবীর প্রভৃতি; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১২।

উপসংহার

পরিশেষে বলব, আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক সঠিক আক্বীদা পোষণ করতে হবে। তাঁদের প্রতি যথাযথ ঈমান আনতে হবে। তাহলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে। ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে যেমন মুমিন হওয়া যাবে না, তেমনি পরকালে নাজাতও মিলবে না। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয় হল আক্বীদা, যা সংশোধনের জন্যই সমস্ত নবী-রাসূল মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। আর ইবাদত কবুলের প্রধান শর্ত হল বিশুদ্ধ আক্বীদা। অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, নযর-নেয়ায, যবেহ, কুরবানী সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে। কোন পীর, অলী-আওলিয়া অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। বরং অন্যের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত সম্পন্ন হলে তা হবে শিরক, যা অমার্জনীয় পাপ।

অতএব কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যাচাই করে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর সমাসীন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর আকার রয়েছে, তবে সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মত মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, তিনি গায়েবের খবর জানতেন না এবং মৃত্যুর পরে কোথাও উপস্থিত হতে পারেন না, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা সমূহ বুঝার তাওফীক দান করুন-আমীন!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ